খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 22 ❑ 14 Aug., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বেআইনি ভোটার বিধায়ক

নাম বাতিলের দাবিতে লিখিত অভিযোগ

সংবাদদাতা ঃ ভুতুড়ে ভোটার শনাক্তকরণে তৎপর নির্বাচন কমিশন। এরই মধ্যে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়াকে বেআইনি ভোটার দাবী করে তার নাম বাতিলের দাবিতে মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালো অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের বনগাঁ শাখার সদস্যরা।

সোমবার বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে কিছু সময় বিক্ষোভ করেন মতুয়া-মহাসংঘের বনগাঁ শাখার সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বনগাঁ ব্লকের ঘাট বাওড় অঞ্চলের ৩৫৪ নম্বর তালিকায় বিধায়কের নাম থাকলেও তার মা-বাবার নাম সেই তালিকায় নেই। অশোক কীর্তনীয়া বেআইনিভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। তার বাবা মার ভোটার তালিকায় নাম দেখা গেছে ২০১১ সালে বনগাঁ পৌরসভার গান্ধীপল্লী এলাকায়। মতুয়া মহাসংঘের বনগাঁ শাখার সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, অশোক কীত্তনীয়া একজন বেআইনি ভোটার। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হয়ে কিভাবে আইনসভার সদস্য হতে পারে। আমরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। অবিলম্বে তার বিধায়কের পদ থেকে ইস্তফার দাবি এবং আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছি।

পাল্টা ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে অভিযোগ অস্বীকার করে অশোক কীর্তনীয়া বলেন, তার বাবা ১৯৫০ সালে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। তার সমস্ত কাগজপত্র আছে। ১৯৯৩ সালে তার মা-বাবার ভোটার লিস্টে নাম ওঠে। এবার কেন ২০০২ সালে ওঠেনি। সেই সময়কার বাম নেতৃত্বরা তা জানেন। এই সবই তৃণমূলের আমাকে বিরক্ত করার পরিকল্পনা। তারা তাদের কাজ করবে, আমি আমার কাজ করব।

এ বিষয়ে তৃণমূল বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ২০০২ সালে অশোক কীর্তনীয়ার নাম আছে। কিন্তু তার মা-বাবার নেই কেন, এই উত্তর অশোক বাবুকে বিজেপিকে দিতে হবে। এমন ঘটনা প্রথম দেখলাম যে, মা-বাবার আগে সন্তান ভোটার হয়ে যাচ্ছে। বিজেপি বাংলায় এনআরসি, সি এ এ এর নামে চক্রান্তের সৃষ্টি করছে।

বিজেপি বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, আমরা যতদূর জানি, অশোক কীর্তনীয়ার বাবা ১৯৬০ থেকে ৬৫ সালের মধ্যে এদেশে এসেছেন এবং ১৯৯৩ সালে ভোটার কার্ডে তাদের নাম উঠে। যে দলের মুখ্যমন্ত্রী হরিচাঁদ গুরুচাঁদের নামে বাজে বাজে কথা বলে, তারা আবার মতুয়া কবে থেকে হল? এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জলে ডুবে মৃত দুই শিশু কন্যা

বেআইনি মাটি কাটার অভিযোগ এনে পুকুর ভরাটের দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ

সংবাদদাতা ঃ বেআইনি ভাবে পুকুরের মাটি কেটে বিক্রি করায় গভীরতা অনেক বেড়েছে। তার উপরে বর্ষার জল। এবার সেই পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশু কন্যার। রবিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার জলেশ্বর আদিবাসী পাড়ায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুদের নাম দীপিকা সরদার (৭) ও রিমা মুন্ডা (৬)। দীপিকার বাবা-মা ভিন রাজ্যে কাজ করে। দাদু ঠাকুমার কাছে থাকতো সে ও রিমার বাবা ভিন রাজ্যে কাজ করে, মায়ের কাছে থাকতো সে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, রিমা ও দীপিকা প্রতিবেশী। তারা দৈনিক একসঙ্গে খেলাধুলা করতো। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তারা একসঙ্গে খেলতে যায়। দীর্ঘক্ষণ তাদের খোঁজ না পেয়ে এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবার ও প্রতিবেশীরা। পরে এলাকারই পুকুরের মধ্য থেকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এরপরে স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিকেলে তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বেআইনি পুকুর ভরাটের দাবি জানায়।

স্থানীয় মহাদেব মুন্ডা নমিতা মুন্ডাররা বলেন, ওরা স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গিয়েছে। পুকুরের মাটি বেআইনিভাবে বিক্রি করার কারণে

তৃতীয় পাতায়...

ল'ক্লার্ককে হেনস্তার অভিযোগ বিজেপির জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে

সংবাদদাতা ঃ বাইকে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে বচসা আর তার জেরেই বনগাঁ মহকুমা আদালতের ল'ক্লার্ককে গালিগালাজ ও মারতে উদ্যত হওয়ার অভিযোগ উঠল বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির নব্য সভাপতি বিকাশ ঘোষের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় বনগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে। ঘটনায় বনগাঁ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ল'ক্লার্ক গণেশ বিশ্বাস। তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করেছেন। কী কারণে বচসা? জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ কর্মসূচি সেরে বাড়িতে ফিরছিলেন বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ। সেই সময়ে বনগাঁ আদালত চত্বরে নিজের দোকানের সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন বনগাঁ মহকুমা আদালতের ল'ক্লার্ক গণেশ বিশ্বাস। সেই সময়ে বিকাশের গাড়ি এসে ধাক্কা মারে গণেশের বাইকে। তা নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন দু'জন।

অভিযোগ, বচসা চলাকালীন বিজেপি নেতা গালিগালাজ করেন। এমনকী মারতে উদ্যত হন। গণেশ বলেন, "দোকান বন্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই সময় আমার বাইকে ধাক্কা মারে একটি চারচাকা গাড়ি। আমি স্বাভাবিকভাবেই রেগে যাই। চিৎকার করি। ওই ব্যক্তি আমাকে মারতে এগিয়ে আসে। খুব খারাপ ভাবে কথা বলতে থাকে। আশেপাশের লোকজন না থাকলে হয়তো আমাকে মারধর করতেন। পরে জানতে পারি উনি বিজেপির বনগাঁ সাংগাঠনিক জেলার সভাপতি। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।" এই বিষয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "বিজেপির কোনও কালচার নেই। মানুষের উপর বুলডোজার চালাতে চায় এরা। রাজনীতিতে মানুষ শেষ কথা বলে। ওরা মানুষের উপর বিশ্বাস রাখে না। নব্য নিযুক্ত এই জেলা সভাপতি মানুষের কাছে গণধোলাই খাবেন। ওর এলাকার মানুষ ওকে পছন্দ করে না বলে শুনেছি।"

অভিযোগ, অস্বীকার করে বিজেপির জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, উনি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। আমি কথা না বাড়িয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যাই। উল্টে আমার নামে অভিযোগ করেছে। শুনেছি উনি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ। তৃণমূলের মদতেই এসব করছে।

ভুয়ো নথিপত্র তৈরীর দায়ে গ্রেপ্তার সিপিএম নেতা

সংবাদদাতা ঃ একাধিক ভুয়ো নথিপত্র তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার হল এক সিপিএম নেতা, ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার অন্তর্গত সিন্দ্রানীতে। ধৃত সিপিএম নেতার নাম স্বপন মধু। তিনি স্থানীয় পাথুরিয়া চন্দ্রকান্ত বিদ্যাপীঠের ক্লার্ক ছিলেন। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের প্রতীকে পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সিপিএমের ব্লক এবং জেলার একাধিক নেতার ঘনিষ্ঠ ছিল এই স্বপন মধু।

প্রসঙ্গত, জাল নথি তৈরির দায়ে বুধবার বাগদা থানার পাথুরিয়া থেকে নিশিকান্ত সরকার নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বাগদা থানার পুলিশ। এবং তাকে জেরা করেই সূত্র পায় এই স্বপন মধুর। সিন্দ্রানীতে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতো ধৃত স্বপন। বৃহস্পতিবার রাতে সেখানে বাগদা থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে একাধিক ভুয়ো নথিপত্র উদ্ধার করে এবং স্বপন মধুকে গ্রেফতার করে। সূত্র মারফত জানা গেছে, শুধু ভুয়ো নথি নয়, স্কুলের কন্যাশ্রীর টাকা তছরূপ, নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে।

এই প্রসঙ্গে বাগদা পশ্চিম ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২২ ❐ ১৪ আগস্ট, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

SIR-ই কী ঘুরপথে CAA লাগু করার প্রচেষ্ট!

২০১৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া CAA বিল ২০২৪ সালের ১১ মার্চ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বলা হল— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আগত ছয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজন ছয় রকমের বিধি, যা সকলের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। ২০২৪-এর ভোট যুদ্ধ শেষ হলেও CAA তে সেভাবে সাড়া না পওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালে অন্য পথ অবলম্বন করেছে। SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) বা ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার CAA লাগু করতে চাইছে বলে বিরোধী দল সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি অভিমত পোষণ করছে। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশি রাজ্য বিহারে SIR এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সকলেরই আশঙ্কা— এরপর পশ্চিমবঙ্গের পালা। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে BLO- দেরকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বারবার বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে CAA লাগু হতে দেওয়া হবে না। কারো ভোটারধিকার কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। যা নিয়ে রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর তর্জা। এরই মধ্যে আবার উত্তর ২৪ পরগণার বাগদাতে বিজেপি'র পক্ষ থেকে CAA তে আবেদনের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপান উতোর। সাম্প্রতিককালে আবার ভাষার কারণে, সোজা কথায় বললে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে বাংলাভাষীদের নিপীড়িত হতে হচ্ছে ভারতের ভিন্নরাজ্যে। সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের। বহুবছর ধরে কাজ করা বাংলার শ্রমিকরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে ফিরে আসছে নিজের রাজ্যে। তার মধ্যেই অনেক বাংলাভাষীদের মধ্যে শুরু হয়েছে CAA আতঙ্ক। নির্বাচন কমিশন SIR-কে যতই ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে CAA কে লাগু করার বীজমন্ত্র- এটা অভিজ্ঞ মহলের ধারনা। ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যে ভাষার কারণে বাঙালী নিপীড়নের সাথে সাথে SIR এর মাধ্যমে দিনমজুর খেটে খাওয়া বাঙালীদের জীবন আরও দুর্বিসহ উঠবে কি না, তা জানে শুধুই ভবিতব্য।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

মেক্সিকো "আরেস্ট ওয়ারেন্ট" ছাড়া আটক করা বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

ধারা ১২ (Article 12): চলাফেরার স্বাধীনতা

একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে বৈধভাবে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির চলাফেরার স্বাধীনতা এবং আবাসস্থল বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশ সহ যে কোনও দেশ ছেড়ে যাওয়ার এবং নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার রয়েছে।

ধারা ১৪ (Article 14): আইনের সামনে সমতা ও ন্যায্য বিচার

সকল ব্যক্তি আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সামনে আইনের দৃষ্টিতে সমান। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানির অধিকার রয়েছে। দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

কানাডায় চার্টার অফ রাইটস অনুযায়ী বিচারাধীন অধিকার সুরক্ষিত।

ধারা ১৭ (Article 17): গোপনীয়তার অধিকার

কারও ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, বাড়ি বা চিঠিপত্রের গোপনীয়তায় ইচ্ছামত বা বেআইনি হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কারও সম্মান ও খ্যাতির উপর বেআইনি হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

ধারা ১৮ (Article 18): চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। এর মধ্যে ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তন করার এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

ধারা ১৯ (Article 19): মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

প্রত্যেক ব্যক্তির মতামতের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এর মধ্যে কোনও প্রকার (রাষ্ট্রীয় অথবা অন্য যে কোনও) হস্ত ক্ষেপ ছাড়াই মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রে "ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট" এর অধীনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ধারা ২০ (Article 20): যুদ্ধ প্রচারের নিষেধাজ্ঞা

যুদ্ধের যে কোনও প্রচার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে। জাতিগত, বর্ণগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষের যেকোনো প্রচারণা, যা বৈষম্য, শত্রুতা বা সহিংসতার উসকানি দেয়, আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে।

ধারা ২১ (Article 21): শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকারের উপর কোনও

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

সকাল কিন্তু পাঁচটায়। এখানে রাত ভীষণই ছোট। ১৩ নাম্বার গেটে এসে আমরা আর হাঁটতে পারছি না। অনেকেই ক্লান্ত। তখন অটো করে হোটেলে ফিরলাম।

প্রত্যেক দিনই ম্যানেজার বলে যাচ্ছে শিশু ও মহিলাদের প্রতিযোগিতামূলক খেলার কথা। কিন্তু সকলেরই সময়ের অভাব হচ্ছে। পরের দিন সকালে আমাদের গুলমার্গ যেতে হবে। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ এর দূরত্ব মাত্র ৫৭ কিলোমিটার। উচ্চতা ২৭৩০ মিটার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত রিসোর্ট। সাহিত্যের ভাষায় গুলমার্গকে বলে 'Meadow of flowers' পাহাড়ের এত উপরে রোপওয়ে কিভাবে চালু করার সম্ভব হলো, সেটাই আমাদের কাছে সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। শীতের সময় বাসে চলা শেষ হয় ৮ কিলোমিটার আগে, ২৫৩০ মিটার উঁচু টাংমার্গে। আগে গুল মার্গের নাম ছিল গৌরী মার্গ। কাশ্মীরের সুলতান ইউসুফ শা এর নাম দেন গুলমার্গ। ফার্সিতে গুল মানে ফুল অর্থাৎ ফুলের উপত্যকা। গ্রীষ্মে ও বসন্তে দেশি-বিদেশি ফুল ফোটে, তিন কিলোমিটার ব্যাপ্তি নিয়ে। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে ১৮ পয়েন্টের সেরা গলফ কোর্সও স্পর্শ রয়েছে গুলমার্গে। গ্রীষ্মকালে গলফ খেলার আসর বসে। ফুলের ভ্যালিতে এসে শুধু দেখলাম, বরফ গলে কোথাও কোথাও ফুল গাছগুলি জেগে উঠেছে । নাম না জানা রং-বেরঙের ফুল কোথাও কোথাও ফুটেছে। ওই ফুলের শেকড় অনেক দীর্ঘ। একজন অভিজ্ঞ বললেন, একবার কষ্ট করে একটা গাছ উপড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, বাঁচানো যায়নি। আমাদের দলের যুবক ছেলেরা কষ্ট করে রোপওয়ের টিকিট কেটে আনলো। কিন্তু রোপ ওয়েতে উঠতেই দীর্ঘ লাইন। টাক ফাটা রোদ। শীতের চিহ্ন টুকুও নেই। তখনও বোঝাই যাচ্ছেনা আর কত দূরে রোপওয়ে! দুটি স্টেজে রোপওয়েতে নিয়ে যায়। প্রথমটি ৬০০ টাকা এবং দ্বিতীয়টি ৮০০টাকা। একসঙ্গে ১৪০০ টাকা টিকিট কাটলে প্রথমে গন্ডোলা যেখানে যাবে সেখানে সাদা বরফ ছাড়া কিছুই নেই। সূর্যের প্রখর আলো পড়ে চিকচিক করছে। সে দৃশ্য এক একজনের কাছে, একেক অনুভূতির বাতাবরণ তৈরি করে। কোথাও কোথাও ছোট ছোট রামধনু তৈরি করে। একটা ছোট্ট চড়াইয়ের ওপারেই পাকিস্তান।। সব সাদা রাতে এবং শীতের সময় কী হবে বরফের মধ্যে দিয়ে রোপওয়ে এগিয়ে চলেছে। তারের উপরও বরফ পড়ে শুনলাম। কিন্তু রোপওয়ে সারা বছরই চলে। দলের সকলে অবশ্য আসেনি। কেউ কেউ ঘোড়ায় কিছুদূর এসেছে। অবশ্য রোপওয়ে বা গন্ডোলা যে পিকে পৌঁছায়, ঘোড়া সেখানে যেতেই পারে না। যারা ঘোড়ায় যাবে তাদের অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত। বাস যেখানে থামে সেখান থেকে গন্ডোলা স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা প্রায় দু কিলোমিটার।

চারিদিকে ঘোড়ার বিষ্ঠার নোংরা বাতাসে উড়ছে। গা- ঘিনঘিন করার মতো পরিবেশ। শীতকালে অবশ্যই এ'রকম হয় না। শুনেছি বাসস্টপ থেকে গন্ডোলা স্টেশন পর্যন্ত স্লেজ গাড়িতে যাওয়া যায়। শীতকালে ঘোড়া কিংবা হাঁটা পথ বন্ধ হয়ে যায়। গুলমার্গ স্ট্যান্ডের কাছে আমরা লাঞ্চ করলাম। আমাদের কন্টেইনারের জলেই হাত ধোয়া খাওয়া সবকিছুই সারলাম। কাছেই পৌরসভার যাত্রী আবাসের বাথরুম। ভীষণ নোংরা ও চারিদিক মদের বোতল ইতস্ততা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে । দলের অনেকেই তখনও ফেরেনি। অনেকেই শেষ পিকে অনেক ঝাপা-ঝাপি করছে বরফের মধ্যে। প্রথম পিকে এসে আবারো ঝাপাঝাপি করে পরে লাইন দিয়ে গন্ডোলায় উঠে ফিরে এসেছে। আর গন্ডেলা স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ডের রাস্তাটা বহুদূর ও ভীষণ কষ্টসাধ্য। ঘোড়ার ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমি বাধো-বাধো স্বরে বললাম,"আমাকে মতিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিলেই হবে।"

রিক্সা চালক আমাকে উঠে বসতে বলল। আমি রিক্সার পেছনদিকে পা ঝুলিয়ে বসার একটা জায়গা খালি ছিল সেখানে বসতে যাচ্ছিলাম। বারণ করে বলল, "খোকা তুমি পেছনদিকে ওইভাবে বসো না। মাঝখানে উঠে বাবু হয়ে বসো। তা না হলে ঝাকুনিতে পড়ে যেতে পারো।

যাইহোক আমি ওনার কথা শুনেছিলাম। মাঝখানে বসে সামনের দিকে আলুক ফালুক তাকাচ্ছি। পাইকপাড়া আসলেই দেখতে পেলাম পিসতুতো দাদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই রিক্সাওয়ালাকে থামাল। ভ্যান রিক্সার পেছনের দিকে উঠে পরিমলদা বলল, " দিলীপ, তুই একা একা আসলি। বড়দিরা আসলো না!"

বললাম, "দিদি আমাকে আগে পাঠিয়ে দিল। জামাইবাবু স্কুলের কাজ গুছিয়ে, দিদিকে নিয়ে আসছে। "

ওই কথা শুনে পরিমলদা বলল, "আমি হেলেঞ্চার মোকামে গিয়েছিলাম পাট কাটা করতে। সেখান থেকেই আমি শুনতে পেলাম। মা-বাবা ওখানে সকালেই চলে গিয়েছে। মামারা কলকাতা থেকে এসেছে কিনা কে জানে! মামারা আসলেই স্থির হবে কোথায় দিদিমাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।"

এসব কথা বলতে বলতে মতীগঞ্জ এসে গেল। আমি নেমে পয়সা দিতে যাচ্ছিলাম। পরিমলদা এক তাড়া দিয়ে বলল, " তুই পয়সা দিবি কেন রে আমি থাকতে। ক্লাস এইটে পড়ে খুব বড় হয়ে গিয়েছিস না,চল।

দুজনের বাড়ি পৌঁছাতে ১০ মিনিট মতো লাগল। দেখতে পেলাম বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় ঠাকুমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পরিষ্কার মুখের চারিদিকে সাদা ধবধবে মেঘের মতো চুল। সীমন্তনে সদ্য দেওয়া লাল সিঁদুর আরও লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মুখে কোনও ক্লেশের চিহ্ন নেই। ঠাকুমাকে ঘিরে সকলে বসে আছে। দাদু চন্দ্রাহতের মতো খাটে বসে আছে। এখনও বাবা কাকারা কেউ কলকাতা থেকে আসেননি। আমরা ঢুকতেই একটা কান্নার রোল উঠল।

আমি ঠাকুরমার মুখের দিকে একভাবে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দাদু আমাকে হাত নড়ে ওনার পাশে বসতে বললেন। আমি ধীরে ধীরে দাদুর কাছে পৌঁছালাম। দাদু আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সেই পরশে আমি বুঝতে পারছি ওনার মনের ভিতরকার অনুভূতি। এই সময় আমার বড়দা বলল, "এই দিলীপ, নিচে নেমে দেখ অগুরু সেন্ট আছে। ওটা নিয়ে বডিটার উপরে একটু ছড়িয়ে দে।"

দাদার কথামতো আমি সেন্ট ছড়িয়ে, আবার দাদুর কাছে এসে বসলাম। দাদু ফিস ফিস করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁরে, তোর দাদা বডি বলল কেন রে! বললাম, "দাদু মরদেহকে অনেকে বডি বলে।"

"ঠিক ঠিক। দেহটা একটা খাঁচা। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখি থাকে। পাখিটা উড়ে গেলে খাঁচা খালি পড়ে থাকে। দেহের থেকে প্রাণ চলে গেলে, সেটা আবার বডি ছাড়া কী! কিন্তু...!

দাদুর দুঃখটা আমি বুঝতে পেরেছি, বললাম, "দাদু, ওটা আমার কাছে বডি না। আমার ঠাকমা। এখন অনন্তে মিশে গিয়েছে। এখন আমাদের মনের মধ্যেই উনি বেঁচে আছেন, থাকবেন।"

কিছু সময় পরে কলকাতা থেকে সকালেই চলে আসলো। আর এক দফা কান্নাকাটির মধ্যে দিয়ে আবার সকলে শান্ত হয়ে গেলো। এবার বড়রা আলোচনা করে নিলেন। সকলকে বলে দেওয়া হল— নিমতলা শ্মশানে দাহ করা হবে। বিকেল পাঁচটার সময় লরি আসবে। প্রথমে কথা হয়েছিল এক মাসে শ্রাদ্ধের কাজ করতে হবে। একথা পিসিমশাই বলেছিলেন। ওনাদের এই নিয়ম পালন করা হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল, পনেরো

চলবে...

গাইঘাটা ব্লকের দিকে দিকে সাড়ম্বরে রাখী বন্ধন উৎসব উদযাপন

নীরেশ ভৌমিক

ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘ ঃ গত ৯ আগষ্ট রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মর্যাদা সহকারে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করে। এদিন সকালে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের চৌমাথায় সবুজ সংঘের সদস্যগণ মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী উত্তম লোধ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাধন বিশ্বাস, ছিলেন তপন সাহা, কমল সরকার, সন্তোষ বিশ্বাস ও শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় প্রমুখ। ক্লাবের সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত গ্রামবাসী ও পথচলতি যানবাহন চালক ও যাত্রীসাধারণকে সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

তৃণমূল যুব কংগ্রেস ঃ চাঁদপাড়া বাসস্ট্যাণ্ডে জাতীয় সড়ক যশোর রোডের পাশে সমবেত হয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সদস্যরা পথচলতি মানুষজনের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস রাখীবন্ধন এর ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অমিতাংশু সাহার কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

চাঁদপাড়া কলরব ঃ চাঁদপাড়া বাজারের প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গীতে স্থানীয় কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যরা রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। বাজারে

বাজার ও স্টেশন এলেকায় গিয়ে সাধারণ মানুষজনের হাতে সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অপরাহ্নে কলকাতার আর জি করের চিকিৎসক অভয়ার নির্মম হত্যার বর্ষপূর্তির দিনে ঠাকুরনগরবাসী সাধারণ মানুষজনের হাতে প্রতিবাদের রাখী পরিয়ে দেন। প্রতিধ্বনির সদস্যরা স্টেশনে এসে রেলযাত্রী, এমনকি ট্রেনে উঠে যাত্রীসাধারণের হাতে প্রতিবাদের রাখী পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

গাজনা কিশলয় তরুণতীর্থ ঃ গাইঘাটার গাজনা কিশলয় তরুণতীর্থের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এদিন মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। সংগঠনের সদস্যগণ একে অপরে হাতে সৌভ্রাতৃত্বের আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ঠাকুরনগর বর্ণমালা ঃ ঠাকুরনগরের বড়া চৌমাথায় বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করে স্থানীয় বর্ণমালা সংগঠনের সদস্যগণ। এদিন সকালে বর্ণমালার ছোট বড় সদস্যগণের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলেকা পরিক্রমা করে। এরপর সদস্যগণ পথচলতি মানুষজন ও যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের হাতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বর্ণমালার প্রাণপুরুষ শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ জানান, অপরাহ্নে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালায় শ্রদ্ধা জানিয়ে সংস্থার সদস্য-সদস্যাগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নেয়। নানা অনুষ্ঠানে ও বহু মানুষের সমাগমে বর্ণমালা আয়োজিত এদিনের রাখী বন্ধন উৎসব বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে ৮ আগষ্ট বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ৮৫ তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। সংস্থার ছোট-বড় সকল সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরদিন ৯ আগষ্ট প্রতিধ্বনির সদস্যগণ ঠাকুরনগর আগত ক্রেতা বিক্রেতা সহ সাধারণ মানুষজনের হাতে সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠান অঙ্গনে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে সকলে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। সংগঠনের সম্পাদক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুণ্ডু জানান, গতকাল ২২শে শ্রাবণ সংস্থার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ৮৫ তম প্রয়ান দিবস পালন করা হয়েছে। সংগঠনের সদস্যগণ রবীন্দ্র সংগীত, রাখী পরিয়ে দেয়। স্থানীয় কিশলয় একাডেমীর কচিকাচা পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকগণও এই উৎসবে সামিল হয়।

সংগঠনের অন্যতম কর্ণধার সুজিত দে জানান, রাখীবন্ধন শেষে উপস্থিত সকলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যে রাখীউৎসব বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগর কলাভূমির রাখীবন্ধন ঃ ঠাকুরনগরের অন্যতম নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলাভূমি বিগত বছরগুলির মতো এবারেও মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করে। এদিন সকালেই সংস্থার সদস্যগণ নৃত্যশিক্ষার অঙ্গনে উপস্থিত হন। প্রথমেই নৃত্যগুরু কৃষ্ণ বণিকের হাতে রাখী পরিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে নৃত্য শিক্ষার্থীগণ একে অপরের হাতে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরিশেষে নৃত্যশিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। নাচে গানে কথায় কবিতায় ঠাকুরনগর কলাভূমির রাখীবন্ধন উৎসব বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও বিবেকানন্দ স্মৃতি মনিমেলার রাখীবন্ধন উৎসব ঃ গাইঘাটা বাজার পার্শ্বস্থ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও গাইঘাটা বিবেকানন্দ স্মৃতি মনিমেলার কচি-কাঁচা শিক্ষার্থীগণ গত ৯ আগষ্ট মহাসমারোহে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করে। এদিন সকালে উভয় সংগঠনের সদস্যগণের এক বর্ণময় পদযাত্রা গাইঘাটা বাজার ও থানা এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে সকলে একে অপরের হাতে এবং পথচলতি মানুষজনের হাতে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। থানায় পুলিশ কর্মীদের হাতেও রাখী পরানো হয়। পরে আশ্রমে ফিরে এসে সকলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। নাচে গানে রাখীবন্ধন উৎসব বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা ঃ বিগত বছর গুলির মতো এবারও রাখী উৎসবের আয়োজন করে গোবরডাঙার রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার সদস্যগণ। ৯আগষ্ট রাখী পূর্ণিমার দিন সকালে স্থানীয় মহেশতলা মোড়ে 'মেঠো পথ' সংগীত সংস্থার শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যদিয়ে আয়োজিত রাখীবন্ধন উৎসবের সূচনা হয়। সংস্থার সদস্যগন নিজেদের মধ্যে এবং পথ চলতি মানুষজনের হাতে

তৃতীয় পাতায়...

গাইঘাটার বি ডি ও'র উদ্যোগে আধার কার্ড পরিষেবা প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ পোষ্ট অফিস গুলোতে আধার কার্ড পরিষেবার কাজ বন্ধ। ফলে সাধারণ

মানুষজন আধারকার্ডের বিভিন্ন সংশোধন, নতুন আধার কার্ড, বিশেষ করে পরিবারের নবাগত সদস্য শিশুদের আধার কার্ড তৈরী করতে না পারায় খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ে। নতুন আধার তৈরী করতে না পেরে সরকারি নানা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ মানুষজন।

সাধারণ মানুষজনের আধার সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলেন গাইঘাটা ব্লকের বিডিও নীলাদ্রী সরকার। তিনি পোষ্ট অফিসের সাথে যোগাযোগ করে শিশুদের নতুন আধার কার্ড করার ব্যবস্থা গ্রহন করেন। গত ১৪ আগষ্ট কন্যাশ্রী দিবসে ব্লক কার্যালয়ে আধার কার্ডের পরিষেবা প্রদান করা হয়। ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন শিশুদের সাথে নিয়ে এসে নাম নথিভুক্ত করেন। এদিন ১৫০ জন মানুষজনকে আধার সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। কর্মদ্যোগী বিডিও নীলাদ্রী বাবুর এই বিশেষ উদ্যোগকে এলেকার মানুষ সাধুবাদ জানান।

চাঁদপাড়ায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ জাতির ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এবারও এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে গাইঘাটার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। গত ১৪ আগষ্ট চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ তৃণমূল কার্যালয় পার্শ্বস্থ অঙ্গনে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ১৯৬ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক রক্তদান করেন। উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন দলনেতা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ ও সব্যসাচি দত্ত। ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক ও বর্ষিয়ান দলনেতা সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, প্রাক্তণ বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি ইলা বাক্চি, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও শিপ্রা বিশ্বাস সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলীয় প্রধান-উপপ্রধানগণ।

অন্যতম উদ্যোক্তা ও দলের ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস এবং দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী ও গোবিন্দ হালদার আগত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে উদ্যোক্তাদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান, সেই সঙ্গে বাংলা তথা বাঙালীদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে পাশে থাকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর হাত শক্ত করার আহ্বান জানান। দলীয় কার্যালয় অঙ্গনের সুসজ্জিত প্রয়াত দলনেতা গোবিন্দ দাস স্মৃতি মঞ্চে মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মধ্যরাতে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুভক্ষণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ১৯ তম রক্তদান ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হেরোইন সহ ধৃত যুবক

সংবাদদাতা ঃ হেরোইন সহ হাতেনাতে এক যুবককে আটক করল পুলিশ। মঙ্গলবার ঐ যুবককে গ্রেফতার করে বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের নাম প্রহ্লাদ পোদ্দার। বাড়ি বনগাঁ থানার গোপালগঞ্জ এলাকায়। তার কাছ থেকে ২০. ৭০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিজের এলাকায় রমরমিয়ে হেরোইনের ব্যবসা চালাচ্ছিল সে। আর তাতেই এলাকার ছেলেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। কোথা থেকে এই নেশার দ্রব্য গুলি তার সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃতকে এদিন নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার সিপিএম নেতা

প্রথমপাতার পর...

নিউটন বালা বলেন, সিপিএম মুখে বড় বড় কথা বলে, অথচ তার দলের নেতারা এরকম দু'নম্বরি কাজের সাথে যুক্ত। পুলিশ তার বাড়ি থেকে একাধিক ভুয়ো কাগজ উদ্ধার করেছে, কত দু'নম্বরী কাজ হয়েছে তার ঠিক নেই। যদিও এ বিষয়ে সিপিএম নেতৃত্বের কোন বক্তব্য মেলেনি।

জলে ডুবে মৃত দুই শিশু

প্রথমপাতার পর...

গভীরতা অনেক বেশি। পুকুরের আশেপাশে ঘেরা নেই। আগেও আমরা মাটিকাটা আটকে ছিলাম। এবার পুকুর ভরাট করতে হবে বলে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। আমরা বাইরে কাজ করি, আবারও এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বর্ণমালা
অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব–২০২৫
Har Ghar Tiranga
তারিখ : ১৫ই আগষ্ট ২০২৫, শুক্রবার • সময় : বিকেল ৩টা
স্থান : বর্ণমালা প্রাঙ্গণ, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

স্বাধীনতার সঙ্গীতায়ন
পরিচালনা - ঝর্ণা মন্ডল

নৃত্যাল্পনা ব্যালে ট্রুপ প্রযোজিত (গোবরডাঙ্গা)
মা তুঝে সালাম
পরিচালনায় : ভবেশ মজুমদার ও রাখি বিশ্বাস

সৃজনশীল নৃত্যধারা
পরিচালনায় - তন্ময় প্রসাদ ও পূজা বিশ্বাস
পরিবেশনায় - ঠাকুরনগর বর্ণমালা

বর্নমালা প্রযোজিত
নাটক : ইছামতীর তীরে
পরিচালনায় - ইন্দ্রনীল

শিল্পাঞ্জলি প্রযোজিত
পরিবেশনায় - দ্যা পোট্রেট অফ এন ওল্ড ম্যান (পুতুল নাট্য)
নির্দেশনা : সোমা মজুমদার

আর্থিক সহায়তা - পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার • যোগাযোগ : 863734123

রাখী বন্ধন উৎসব উদযাপন

তৃতীয়পাতার পর...

সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য-সদস্যাগন সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন শিক্ষক পলাশ মণ্ডল, বিশিষ্ট কবি ও লেখক পাঁচুগোপাল হাজরা। ছোট্ট আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি, সংগীতে শিশুশিল্পী অভীক দত্ত ও ইপ্সিতা এবং দেবযানী, রীয়া ও অঞ্জলির নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য জানান, এই দিনে এলেকার সকল মানুষজনের সাথে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলতে বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ তাঁরা রাখীবন্ধন উৎসব পালন করছেন।

নাবিক নাট্যম ঃ গত ৯ আগষ্ট সারা দেশের সাথে এবারও রাখী বন্ধন উৎসবের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নাবিক নাট্যম। এদিন সকালে স্থানীয় ভট্টাচার্য পাড়ার পুরানো পোষ্ট অফিস মোড়ে এলেকার বহু বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। নাট্যদলের সম্পাদক বর্ষিয়ান অনিল কুমার মুখার্জী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। আয়োজিত উৎসবে নাট্যদলের সদস্য নাট্যকর্মীগন প্রথমে নিজেদের মধ্যে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপরে সদস্যরা পথ চলতি মানুষজনের হাতে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে তারা সকলের মধ্যে সম্প্রতির বার্তা ছড়িয়ে দেন। সংস্থার প্রানপুরুষ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী বলেন, এদিন প্রায় পাঁচশো সদস্য-সদস্যাকে রাখী পরিয়ে সুস্থ্য সংস্কৃতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। এদিন প্রায় পাঁচশোজন মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পরানো হয়। এরপর সংগঠনের সদস্য-সদস্যাগন ছাড়াও উপস্থিত অন্যান্যদের হাতে সম্প্রীতির রাখী পড়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শ্রাবনী সাহা। বর্ষিয়ান সদস্য প্রদীপ কুমার সাহা, সভাপতি শ্রাবনী সাহার পরিচালনায় সংস্থার সদস্যগন, এলেকাবাসী সকলের সহযোগিতায় নাবিক নাট্যম আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

যুবকল্যান দপ্তরের রাখীবন্ধন ঃ বিগত বছর গুলির মতো এবারও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় গত ৯ আগষ্ট সারা রাজ্যের সাথে চাঁদপাড়াতেও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক রাখী বন্ধন উৎসব। সেই সঙ্গে দিনটিকে সংস্কৃতি দিবস হিসাবেও উদযাপন করা হয়। এদিন মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়াস্থ ব্লক কর্যালয় সংলগ্ন জাতীয় সড়ক যশোর রোডের পাশের অনুষ্টান অঙ্গনে নবাগত ব্লক যুব আধিকারিক প্রদ্যুৎ বৈরাগী কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত রাখী বন্ধন উৎসবের সূচনা হয়। ছিলেন ব্লকের বিডিও নীলাদ্রী সরকার, গইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, বাপী দাস, নিরুপম রায়, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও শিপ্রা বিশ্বাস প্রমুখ। আসেন গাইঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি রাখহরি ঘোষ ও বনগাঁর এস.ডি.পি.ও অর্ক পাঁজা। উদ্যোক্তা যুব আধিকারিক প্রদ্যুৎবাবু আগত সকলকে স্বাগত জানান। উপস্থিত সকলের সমবেত কণ্ঠের রাজ্য সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল — পূণ্য হউক ,পূণ্য হউক, হে ভগবান- সংগীতের মধ্যদিয়ে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন, বিডিও নীলাদ্রী সরকার, সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, নিরুপম রায়, উত্তম মণ্ডল প্রমূখ। গান গেয়ে শোনান সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, কবিতা বলেন ব্লকের আইডিও দেবাশিষ দাস, অঞ্জনা বৈদ্য ও গোবিন্দ কুন্ডু প্রমুখ। উদ্যোক্তারা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গসহ পথ চলতি মানুষজনের হাতে সম্প্রীতির রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং সকলের হাতে লাড্ডু (মিষ্টি) তুলে দেন। বিডিও নীলাদ্রীবাবু পথচলতি এক ভ্যানচালকের সৌভ্রাতৃত্বের রাখী পড়িয়ে শুভেচ্ছা জানান। পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহের সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের রাখী বন্ধন উদযাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বর্ণচোরা ঃ গত ৮ ও ৯ আগষ্ট হাবড়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা বর্ণচোরা গত ৮ ও ৯ আগষ্ট রাখী বন্ধন এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালন করে। দু'দিন ব্যাপি আয়োজিত এই উৎসবে স্থানীয় হাটথুবা গ্রাম সেবা সংঘ জুনিয়র বেসিক স্কুলের ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রী রাখী বন্ধন উৎসব ও বৃক্ষ চারা রোপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করে। বর্ণচোরার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুবীর নারায়ণ দাসের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্য এবং গ্রামসেবা সংঘের শিক্ষক-শিক্ষিকাগনও আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশ নেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজয় কুমার দত্ত বলেন, একটি নাট্য দল আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মম করে তোলার লক্ষ্যে বৃক্ষ চারা লাগানোর যে কর্মসূচি গ্রহন করেছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। গাছের চারা লাগানোর পর পড়ুয়ারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সংগীত, আবৃত্তি এবং নৃত্য পরিবেশন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে বর্ণচোরার সদস্যগনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সীমা প্রামানিক, টুম্পা বসু, চম্পা সিকদার, রূপা ঘোষ, প্রিয়াঙ্কা হাওলাদার সেই সঙ্গে কয়েকজন পড়ুয়ার অভিভাবকগনও উপস্থিত ছিলেন। বর্ণচোরা আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও উপস্থিত বর্ণচোরার সদস্যগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

মৃদঙ্গম ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও সাড়ম্বরে রাখী বন্ধন উৎসবের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম এর সদস্যগন। গত ৯ আগষ্ট সকালে গোবরডাঙার কর কেবিন মোড়ে সমবেত হয়ে সংস্থার সদস্যগন একে অপরের হাতে সম্প্রীতির রাখী পরান। অতঃপর মৃদঙ্গম এর সদস্যগন বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা ও পথচলতি মানুষজনের হাতে সৌভ্রাত্বের রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মৃদঙ্গম আয়োজিত এদিনের রাখীবন্ধন উৎসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, গোবরডাঙা থানার অফিসার ইনচার্জ পিঙ্কি ঘোষ, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, ছিলেন বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাস। মৃদাঙ্গম এর কর্ণধার নাট্য পরিচালক বরুণ কর সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নাট্যাভিনেতা সৌমিতা দত্ত বণিক আগত ও বিশিষ্ট জনদের বরণ করে নেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগন সম্প্রীতি ও সৌভ্রাত্ব রক্ষায় মৃদাঙ্গম এর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরিশেষে সংস্থার সদস্য-সদস্যাগন সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে রাখী বন্ধন উৎসবকে সার্থক করে তোলেন। বরুণ বাবু বলেন, বিগত ১৩ বৎসর যাবৎ তাঁরা এখানেই রাখী বা রক্ষাবন্ধন উৎসব পালন করে আসছেন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই

আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ,
উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**